9 JAN 2017

নতুন পাঠ্যবই এবং ওড়না সমাচার

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

১ জানুয়ারি সারা দেশে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে সরকার উৎসব করে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দিয়েছে। বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিতে পারা একটি ইতিবাচক বিষয়। এখন বইয়ের কাগজ এবং ছাপার মান বেড়েছে। শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেলে তাদের চোখে-মুখে যে আনন্দ খেলা করে তার মূল্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে নতুন বই যদি হয় ভুলে ভরা তাহলে সে আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। এবার যে বই বিতরণ করা হয়েছে তাতে প্রচুর ভুল ও অসঙ্গতি রয়েছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে বিতর্ক জমে উঠেছে। যে বইগুলোর সংকলন রচনা ও সম্পাদনায় রয়েছেন চারজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব (শফিউল আলম, মাহবুবুল হক, সৈয়দ শফিক আহমেদ শিবলী, গৌরাঙ্গ লাল সরকার) এবং পরিমার্জনে কাজ করেছেন পাঁচজন (মো. তৈয়বুর রহমান, নাছিমা বেগম, উত্তম কুমার ধর, আজিজুল হক ও নূরজাহান বেগম), সে বইগুলোতে এ রকম ভুল হয় কী করে? ভুল হয়েছে বিভিন্ন রকম। বানান ভুল, বিষয়বস্তু নির্বাচনে ভুল, ছবি নির্বাচনে ভুল, ইত্যাদি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পাঠ্যবইয়ে এসব ভুল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে একটি সংশোধনী দেয়ার পরিকল্পনা করেছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা এনসিটিবি সদস্য কাজী আবুল কালামকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি করেছেন। এ কমিটিকে পাঠ্যপুস্তকের এসব ভুলসহ বিভিন্ন অসঙ্গতি দেখভাল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কমিটির উচিত হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করা। এসব ভুল সংশোধনের বিষয়ে কমিটিকে আমাদেরও কিছু বলার আছে।

ইতিমধ্যে বই বিতরণের পর গণমাধ্যমে যেসব সমালোচনা এসেছে তার মধ্যে কিছু প্রশ্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উত্থাপিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'প্রথম শ্রেণীর একটি শিশুকে 'ও' বর্ণ শেখাতে গিয়ে ওড়না পরার প্রসঙ্গ টানতে হবে কেন? একটা ছোট শিশুকে জেন্ডার ইস্যুর মধ্যে টেনে আনার প্রয়োজন কী?' (প্রথম আলো, ৮-১-১৭) কিছু সমালোচক প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের পাঠ ১২-তে ১৬ পৃষ্ঠায় 'ও' বর্ণকে পরিচয় করাতে গিয়ে একটি কন্যাশিশুর গায়ে ওড়না সংবলিত ছবি দিয়ে লেখা 'ওড়না চাই' বাক্যটিতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়েছেন। অথচ এ সম্মানিত সমালোচকরা একই বইয়ের পাঠ-২৩-এ 'র' বর্ণকে পরিচয় করাতে গিয়ে 'রথ টানি' বলে ৩২ এবং ৩৩ পৃষ্ঠায় যে রথ টানার দুটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাননি। আবার পাঠ-১০-এ 'ঋ' বর্ণকে পরিচয় করাতে গিয়ে 'ঋষি ঐ বসে আছে' বাক্য দিয়ে ১৪ পৃষ্ঠায় ঋষির দুটি ছবি ছাপা হলে তার মধ্যেও কোনো সাম্প্রদায়িকতা দেখেননি। এদের যত নিন্দা কেবল ওড়নাকে ঘিরে। তাদের কেউ কেউ 'ও' বর্ণকে 'ওলকচু' বা 'ওলকপি' শব্দ দিয়ে পরিচিত করাতে পরামর্শ দিয়েছেন। ছোট শিশুকে জেন্ডার ইস্যুর মধ্যে টেনে আনার সমালোচনা হলেও তাকে ধর্মের মধ্যে টেনে আনা সমালোচিত হয়নি। ওড়নার সমালোচকরা রথ এবং ঋষির ব্যাপারে সমালোচনা করলে তাদের বক্তব্য আমলে নেয়া যেত।

ভেবে দেখা দরকার, শিশুদের কাছে কোন বিষয়টি বেশি পরিচিত। ওলকপি, ওলকচু, নাকি ওড়না। সে বিবেচনায় যারা 'ও' বর্ণকে পরিচিত করাতে ওড়নাকে নির্বাচন করেছেন তারা ভুল করেননি। ওড়না তো কেবল মুসলমানদের পোশাক নয়। ওড়না এ উপমহাদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই পরিধান করেন। উপমহাদেশীয় ফ্যাশনসচেতন নারীদের কাছেও ওড়না ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহুল ব্যবহৃত পরিধেয়। ফ্যাশন হিসেবে ওড়নার বিবর্তনও গতিশীল। এ দেশের মা-বোনেরা যে ওড়নাকে ষাটের দশকে বক্ষাবরণী হিসেবে ব্যবহার করতেন, নব্বইয়ের দশক থেকে তাকে ললনারা একপাশে বাহুমূলে ব্যবহার করা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে বলিউড তারকারা ওড়নাকে ব্যবহার করেন গলায়। নারী থেকে ওড়না সংক্রমিত হয় পুরুষদের ফ্যাশনেও। কেবল মাদ্রাসার শিক্ষক বা আলেম ওলামারাই এক রকম ওড়না গলায় জড়ান না, আধুনিক যুবকরা পাঞ্জাবির সঙ্গে গলার দু'পাশে ওড়না ঝুলিয়ে ফ্যাশন করেন। ওড়নাকে মূলত নারীদের পোশাক হিসেবে বিবেচনা করলেও একে বোরকার মতো কোনো বিশেষ ধর্মের নারীদের পোশাক হিসেবে গণ্য করা যায় না। কাজেই 'ও' বর্ণকে 'ওড়না' শব্দ দিয়ে পরিচিত করানো সাম্প্রদায়িকতা হয়েছে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

এবার 'ঋ' বর্ণকে ঋষির ছবি দিয়ে এবং 'র' বর্ণকে রথ টানার ছবি দিয়ে পরিচিত করানো কতটা যৌক্তিক হয়েছে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। উল্লেখ্য, ৬০, ৭০ এমনকি ১৯৮০ বা ১৯৯০-এর দশকেও বাজারে বর্ণমালা শেখাবার যেসব বই ছিল সেসব বইতে 'ঋ' বর্ণকে পরিচিত করানো হতো 'ঋষি মশাই বসে পূজায়' বাক্য দিয়ে। ওই সময় বর্ণমালা শেখার যেসব প্লাস্টিকে মোড়া চকচকে বই ভারত থেকে বাংলাদেশে আসত সে বইগুলোতেও উল্লিখিত বাক্য দিয়ে বাচ্চাদের 'ঋ' বর্ণকে পরিচিত করানো হতো। ওই বইগুলোর লেখকদের দোষ নেই। কারণ, তারা তো ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ওই বই রচনা করতেন। ভারতে যেহেতু হিন্দুধর্মের প্রাধান্য রয়েছে, সে কারণে ওই বই ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য হয়তো প্রযোজ্য হতো; কিন্তু আমরা বোকার মতো আমাদের শিশুদের ওই বই পড়িয়েছি। আমরা মুসলিম অধ্যুষিত দেশের শিক্ষার্থী হয়েও 'ঋ' বর্ণকে শৈশবে 'ঋষি মশায় বসে পূজায়' বাক্য পড়ে শিখেছি। এখন বর্ণমালা শেখাবার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হলেও ওই জায়গায় আমরা পরিবর্তন করিনি। যে কারণে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে এবারও পাঠ-১০-এ ১৪ পৃষ্ঠায় 'ঋষি ঐ বসে আছে' বাক্য দিয়ে 'ঋ' বর্ণকে পরিচিত করানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঋষির সঙ্গে পরিচিত করানোর মধ্যে দোষের কিছু নেই। দোষের হল, এ দেশের ৮০ ভাগের বেশি নাগরিক মুসলিম হলেও শিক্ষার্থীদের ইমামের সঙ্গে পরিচিত না করিয়ে কেবল ঋষির সঙ্গে পরিচিত করানো। 'ঋ' বর্ণকে ঋষিকে দিয়ে পরিচিত করিয়ে শিক্ষার্থীদের 'ই' বর্ণকে ইমাম সাহেবকে দিয়ে পরিচিত করালে যুক্তিসঙ্গত হতো; কিন্তু তা করা হয়নি। পরিবর্তে 'ই' বর্ণকে পাঠ-৮-এ ১২ পৃষ্ঠায় 'ইট আনি' বাক্য দিয়ে পরিচিত করানো হয়েছে। একইভাবে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় উৎসবকে পরিচিত না করালেও 'র' বর্ণকে পাঠ-২৩-এ ৩২ পৃষ্ঠায় 'রথ টানি' বাক্য এবং ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠায় রথ টানার দুটি ছবি দিয়ে পরিচিত করানো হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান খাবার ভাত, যা আসে ধান থেকে। ধান এ দেশের প্রধান খাদ্যশস্য। অথচ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বই জরিপ করে দেখা যায়, কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ের ১৪ পৃষ্ঠায় ধানের পরিচয় ও ছবি রয়েছে। অথচ প্রথম শ্রেণীর ২১ পৃষ্ঠায় গমের এবং ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠায় ৬ জায়গায় যবের ছবি রয়েছে। 'ধ' বর্ণকে ধানের পরিবর্তে 'ধামা' দিয়ে পরিচিত করানো হয়েছে এবং ধানের শীষ কোথাও পরিচিতি না পেলেও প্রথম শ্রেণীর বইয়ে ১৩, দ্বিতীয় শ্রেণীর বইয়ে ১৬, তৃতীয় শ্রেণীর বইয়ে ২০, চতুর্থ শ্রেণীর ৯ এবং পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে ১১সহ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে মোট ৬৯ জায়গায় নৌকার ছবি রয়েছে। শিশু মনস্তত্ত্বে কোনো রাজনৈতিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়ে বাচ্চাদের বইতে এত বেশিবার নৌকার ছবি ছাপা হয়েছে কিনা সে বিষয়টি ভেবে দেখার মতো।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গ্রন্থ রচনা ও তার দেখভালে নিয়োজিত যারা, তাদের ভুলে গেলে চলবে না, পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো পাঠ করে শিশুরা যেন আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে চিন্তাভাবনা করতে পারে। পঠিত বিষয়বস্তুগুলোর মধ্য দিয়ে তারা যেন এমন শিক্ষা না পায়, যা আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন, তারা যেন বুঝতে পারে, তাদের অনেক বড় হয়ে তারপর বিয়ে করতে হবে। এ লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিলে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের পাঠ-২১-এর ৩০ পৃষ্ঠায় রোকনুজ্জামান খানের কবিতা কতটা প্রাসঙ্গিক তা নতুন করে ভাবতে হবে। এ কবিতায় বলা হচ্ছে : বাক বাকুম পায়রা, মাথায় দিয়ে টায়রা, বৌ সাজবে কাল কি, চড়বে সোনার পালকি। এ কবিতার সঙ্গে লাল-হলুদ রঙের পালকিতে চড়ে সুসজ্জিত বৌয়ের ছবি কোমলমতি নারী শিক্ষার্থীদের দ্রুত বৌ হতে প্রলুব্ধ করবে কিনা সে বিষয়টি ভেবে দেখার মতো। তেমন সম্ভাবনা থাকলে কবিতাটি পরিবর্তন করে এমন কোনো কবিতা সন্নিবেশিত করতে হবে যা নারী শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্বে বয়স্ক হয়ে বিয়ে করার ভাবনা জাগায়। আবার ছোট বয়সের শিক্ষার্থীদের এমন কিছু শেখানো যাবে না যা অবাস্তব। অথচ প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের পাঠ-৭-এর ১১ পৃষ্ঠায় 'আম খাই' বাক্যটির সঙ্গে একটি ছাগলের গাছে উঠে আম খাবার যে ছবি ছাপা হয়েছে তার চেয়ে অবাস্তব আর কী হতে পারে!

প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অসঙ্গতি দূর করার জন্য এনসিটিবির চেয়ারম্যান তিন সদস্যের কমিটি করে দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, এ কমিটি শিশু মনস্তত্ত্ব, স্বদেশী বাস্তবতা ও জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাইমারি স্কুলের বাংলা বইয়ের বিভিন্ন ভুল ও অসঙ্গতি চিহ্নিত করতে পারবেন। তারা এসব ভুল সংশোধন করে শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের বইকে বিতর্কমুক্ত, শুদ্ধ, আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তুলতে পারবেন। এ কাজ করার সময় এ নিবন্ধে উল্লেখিত বিষয়গুলো যদি তারা বিবেচনায় নেন তাহলে খুবই ভালো হয়।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*

akhtermy@gmail.com

ঘোষণা

অনিবার্য কারণে আজ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর প্রকাশ হল না।